ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 JUL 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ... ৫ .....

চট্টগ্রামে সরকারি কমার্স কলেজ দখলের জন্য গতকাল ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা হামলা চালালে সাধারণ ছাত্ররা গেট বন্ধ করে দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করে -ভোরের কাগজ

চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দখলে নিতে ছাত্রদল মরিয়া

পুলিশের সহায়তায় শোডাউন, শহরে উত্তেজনা

চট্টগ্রাম অফিস : চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রদল মরিয়া হয়ে উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে মহানগর ছাত্রদলের কিছু নেতাকর্মী বহিরাগত কিছু সন্ত্রাসীদের নিয়ে চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ দখলের জন্য গিয়েছিল পুলিশের সহায়তা নিয়ে। তবে ছাত্রলীগের বাধার মুখে এবং সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে এ আশঙ্কায় পুলিশ আপাতত কলেজ ক্যাম্পাসে কাউকেই দখল করতে দেয়নি বলে জানা গেছে। তবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত রয়েছে।

ছাত্রলীগ এ ঘটনার জন্য পুলিশের আস্কারা ও ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের দায়ী করেছে। প্রসঙ্গত, এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালে গত ৯ জুন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টুর নেতৃত্বে মহানগর ছাত্রদলের নেতাকর্মী ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই চট্টগ্রামের ৪টি সরকারি কলেজে গাড়ির বহর নিয়ে যায়। সেখানে পরীক্ষার সময়েই তারা সমাবেশ ও মিছিল করেছে। শিবির নিয়ন্ত্রিত চট্টগ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজ এবং ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত সরকারি সিটি কলেজ ও সরকারি কমার্স কলেজে ঢুকে সমাবেশ ও মিছিল করার কারণে শিক্ষক, ছাত্রসহ ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গত রোববার নজির আহমেদ চৌধুরী রোডের আইন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদলের ভরাডুবিতে প্রতিশোধ নিতে ছাত্রদল গতকাল কমার্স কলেজে শোডাউন করতে গিয়েছিল বলে জানা গেছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির এই আত্মঘাতী ভূমিকার কারণেই গতকাল চট্টগ্রামে সরকারি কমার্স কলেজে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা শোডাউন করতে গিয়েছিল। ছাত্রলীগ নেতা হাসান মুরাদ বিপ্লব গতকাল ভোরের কাগজের কাছে অভিযোগ করেন, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ডবলমুরিং থানা পুলিশের সহায়তায় প্রায় ৫০/৬০ জন ছাত্রদল নেতাকর্মী ও কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসী কমার্স কলেজ দখল করতে যায়। ছাত্রদলের কিছু ক্যাডার কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তবে ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে মিছিল বের করে কলেজ ক্যাম্পাসে। তখন ছাত্রদলের ক্যাডাররা ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে যায়।

ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস থেকে বের হয়ে মিছিল শুরু করলে ● বাকি অংশ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো

● শেষের পাতার পর

পুলিশ তাতে বাধা দিয়ে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অপরদিকে ছাত্রদল নেতাকর্মীরাও কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে পুলিশ প্রহরায় মিছিল করেছে বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিএমপির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, ছাত্রদল হয়তো কমার্স কলেজে তাদের সংগঠনকে সংগঠিত করার জন্য গিয়েছিল। তবে পুলিশ সংঘাত এড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে মাত্র। প্রসঙ্গত, গত ৯ জুন বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টু ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদলকে সমাবেশ মিছিল করতে বাধা দেওয়া হবে সেখানে অন্য কোনো সংগঠনের কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিভিন্ন স্থানে।

এদিকে ছাত্রদল সরকারি কমার্স কলেজ শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মঈনউদ্দিন শাহীন প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দখলদারিত্ব নয়, ক্যাম্পাসে সকল ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিত করে মেধাবী ছাত্র নেতৃত্ব গঠনই ছাত্রদলের লক্ষ্য। এতে আরও বলা হয়, সকাল ১০টায় কমার্স কলেজ গেটে ছাত্রদল এক সমাবেশ করেছে। ছাত্রদল নেতা দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে মহানগর ছাত্রদল সভাপতি মোশাররফ হোসেন দিপু, সাধারণ সম্পাদক আহমেদুল আলম চৌধুরী রাসেল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অপরদিকে কমার্স কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি হেলালউদ্দিন প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, চট্টগ্রাম শহরে চর দখলের মতো কলেজ দখলের যে অগণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে জোট সরকার তার পরিণাম শুভ হবে না। এ ছাড়া নগর ছাত্রলীগ নেতা প্রবীর নাথ প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, ছাত্রদল নামধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও ছাত্রলীগের গণতান্ত্রিক বিক্ষোভে লাঠিচার্জ করে পুলিশ সরকারি দলের লাঠিয়ালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।